নিত্যবাবুরনিত্যনতুনপ্যাচাল

নুরুল্লাহ্ মাসুম

আমার লেখা হিসাব মিলেছে উত্তরও পেয়েছি - ১, ২, ৩ সদালাপ-এ প্রকাশিত হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর দুবাই সময় বিকেলে, ভিন্নমত-এ প্রকাশিত হয়েছে ১ অক্টোবর সকালে। লেখাটা একসাথে তিনটি ওয়েব পত্রিকায় পাঠিয়ে ছিলাম, বর্তমান লেখা শুরু করা পর্যন্ত লেখাটা "বাংলা আমার"-এ প্রকাশিত হয়নি। আজ ২ অক্টোবর ভিন্নমত খুলে প্রভুপদ নিত্যনন্দের লেখাটা চোখে পড়ল। বুঝতে পেরেছিলাম ওটা আমান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে লেখা। মনযোগ দিয়ে পড়েছি। মাঝখানে এসে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তিনি আমাকে ষষ্ঠকুষ্মান্ড বানিয়ে ছেড়েছেন। অবশ্য এতে আমার কোন আপত্তি নেই। গোত্র বহির্ভুত মানুষকে তাঁরা যা খুশি বানাতে পারেন। এটা তাঁদের অধিকার। খটকাটা লাগলো অন্যখানে।

নেটে যাঁরা নিয়মিত পাঠক তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন আমার লেখা -"হিসাব মিলেছে উত্তরও পেয়েছি - ১, ২, ৩ শিরোনামে ছাপা হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর, আর ভিন্নমত-এ ছাপা হয়েছে N.MasumcriticizesDigonto'sview শিরোনামে একদিন পরে, অর্থাৎ ১ অক্টোবর। এর অবশ্য কারণও আছে। আমার মেইলে ভাইরাস ছিল বলে সম্পাদক লেখাটা ফের পাঠাতে বলেছিলেন। এ হচেছ আমার লেখার ভুমিকা।

তাঁর লেখায় নিত্য বাবু আমান সাহেবকে একহাত নেয়ার জন্য যে প্যাচাল গাইলেন এবং অনাকাংখিতভাবে আমাকে নিয়ে আলোকপাত করলেন, সেখানেই আমার ভিমরি খাবার জোগার। আমাকে তিনি শুরুতেই ষষ্ঠ কুষ্মান্ড বলে অভিহিত করেছেন, বেশ ভাল। কলমের স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাস করি। আমি দুবাই থাকি, এটাকেও তিনি বাঁকা চোঁখে দেখেছেন এবং তাচ্ছিল্য করেছেন দুবাইকে "বন্দর" আখ্যায়িত করে। তিনি বোধহয় মানতে চাইছেন না দুবাই একটা স্বাধীন দেশ এবং আমিরাত ফেডারেশন এর অংশ। আর দুবাইতে ক'টা আন্তর্জাতিক মানের সমুদ্র বন্দর আছে তিনি তা জানেন না। একটা দেশকে বন্দর বলে আখ্যায়িত করার মধ্যদিয়ে তিনি দেশটাকে হেয় করেছেন। অথচ তিনিতো ভাল করেই জানেন তাঁর গোত্রের লোকজন এই দুবাই বন্দরে(!) আসার জন্য কত পেরেশান(দুঃখিত নিত্যবাবুতো আবার ফারসি আরবী বোঝেন না, পেরেশান মানে হল অস্থির); আর কত টাকা তারা খরচে প্রস্তুত। যেমন তিনি "মাসুম" শব্দের অর্থ করেছেন "অবোধ"। তাঁকে দোষ দেই কি করে? তিনিতো আরবী জানেন না। আরবী "মাসুম" শব্দের অর্থ হচেছ "নিঃষ্পাপ"। অবশ্য নাম নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই। যেহেতু ম্যাট্রিক পাশের সময় নামটা রেজিষ্ট্রেশন করতে হয়েছিল, তাই বদলাবার ঝামেলায় যেতে চাইনি কখনো। তা ছাড়া বাবা-মা নামটা রেখেছেন, চলুক। আমি নিষ্পাপ কিনা তাতো বলতে পারবো না, তবে আমার বিবেচনায় নিষ্পাপ বলতে আমি যা বুঝি তা হলো স্বজ্ঞানে কারো অপকার না করা এবং নিয়মকানুন মেনে চলা। কারো নাম নিয়ে অবজ্ঞা করাটাও আমার কাছে শোভনীয় বলে মনে হয় না।

আমি দিগন্ত বড়ুয়ার ওপরে খাপ্পা হয়েছি তা তিনি আবিষ্কার করলেন কি করে? আমি দিগন্তর লেখার যুক্তি খন্ডন করেছিমাত্র। যুক্তি খন্ডন আর খাপ্পা হওয়া কি এক কথা? সমতলের লোকদের পাহাড়ী এলাকায় "লেলাইয়া" দেওয়ার কথা বলে তিনি কি সমতলের লোকদের কুকুর গোত্রভুক্ত করলেন? কি জানি বাপু, আমরা ম্লেচছরাতো আবার ভাল বাংলা জানিনা! এপর্যায়ে তিনি বলেছেন "...সেই হেতু নুরুল্লাহ্ উদোর পিন্ডি বুধোর ঘারে চাপাইয়া পরিশেষে হিসাব মিলাইবার চেষ্টা করিতেছেন।" আসল কথাটা এখানেই। আমি আমার লেখায় যে বিশেষ গোষ্ঠীর কথা বলেছি নিত্যবাবু তাদের বাইরের কেউ নন। "ঠাকুর ঘরে কে রে?, আমি কলা খাই না" প্রমানে আর কোন উদাহরণ দরকার আছে কি? তাঁর ভাষায় আমি কি কেবল আমার "বৈদেশীক" অভিজ্ঞতাই বলেছি? আমি দিগন্তের প্রসঙ্গগুলোর একে একে উত্তর দিয়েছি মাত্র। সেখানে বিদেশে তাঁর(দিগন্ত) তিক্ত অভিজ্ঞতার সাথে আমার অভিজ্ঞতার তুলনা দেখিয়ে বুঝাতে চেয়েছি বিষয়টা ধর্মীয় কারণে নয়, সবল- দুর্বলের জন্য ঘটে থাকে। আমি আমার লেখাতে পাহাড়ী এলাকার কথা পরিষ্কার করে বলেছি, নিত্যবাবু সেখানে কেবল বিদেশের দিকটাই দেখলেন, উদ্দেশ্য কি অন্যরকম নয়?

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো তিনি লিখেছেন, "নুরুল্লাহ্ মাসুমের মুখে কেবলই খই ফুঁটিতেছে। গোমুর্খরা তাহা শুনিয়া বেশ বেশ করিতেছে। অন্তর্জালে গোকুলের ষাঁড়ের তো অভাব নেই। তাহাদের দৃষ্টিতে নুরুল্লাহ একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। মুহাম্মদীয় সম্প্রদায়ে এমনটি সহজে দেখা যায় না। সদালাপে যেন গবুচন্দ্রদের মস্ত এক হাট বসিয়া গিয়াছে! কি

নয়নাভিরাম দৃশ্য।”

বুঝুন ঠেলা! সদালাপ-এ আমার লেখা ছাপাবার পর ভিন্নমতেও ছাপা হল। কোন পাঠক এখনও কোন প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করলেন না, এমনকি দিগন্তও না, এত শীঘ্র আশাও করা যায় না। অথচ নিত্যবাবু উপরোক্ত মন্তব্য করে বসলেন। গোমুর্খদের “বেশ বেশ” তিনি কোথায় দেখলেন? নাকি তাঁ'র মধ্যে বসবাসরত দ্বিতীয় স্বত্ত্বাটি স্বয়ং “বেশ বেশ” করে উঠেছে। সন্দেহ জাগে বৈকি!

“ঠাকুর ঘরে কে রে?, আমি কলা খাই না” - এটাই আসল কথা। কেননা, দিগন্ত আর নিত্যবাবুরা একই নৌকার যাত্রী। তাদের মাঝিও এক, কেবল যাত্রীদের পোশাক ভিন্ন। জাত-পাতের বিষয় বলে কথা আছে না? আর এ শ্রেণীর যাত্রীরা খুবই উন্নত মানের এবং সম্মিলিতভাবে তারা বাংলাদেশটাকে যেন তেন ভাবে তালেবানী রাষ্ট্র বানার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

আরেকটা কথা বলা অযৌক্তিক মনে করছি না। আমি মৌলবাদের পক্ষে নই। আমার দৃষ্টিতে হিন্দু সন্যাসী, মুসলিম মাওলানা, খৃষ্টান যাজক আর বৌদ্ব ভিক্ষুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরা সকলেই একই গোত্রের এবং একই নৌকার যাত্রী। এদের গন্তব্যও এক। কেবল পন্থা ভিন্ন। এদের গুরুও এক। কেবল পোশাকটা ভিন্ন। নিত্যবাবুর নেটে সরগম উপস্থিতি তাদের পরিকল্পনারই অংশ। এতে আমি অবাক হই না। কেবল হাসি পায়, যখন তাঁরা স্বীয় কর্মকন্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদের অজান্তেই নিজেদের মুখোশটা অন্যের সামনে খুলে দেন।

অপ্রযোজনীয় কথাকে বলে প্যাচাল। নিত্যবাবু আমাকে নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তা কি “ফ্যাচাল"গোত্রীয় নয় সুপ্রিয় পাঠক? আপনারাই রায় দিতে পারেন। আমি আর কি বলবো?

নুরুল্লাহ্ মাসুম, দুবাই থেকে
e-mail:nmasum@yahoo.com